জাতীয় যুবদিবস ২০০৮

যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ যুব বেকারত্ব নিরসন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।
১৭ কার্তিক ১৪১৫
১ নভেম্বর ২০০৮

রাষ্ট্রপতি

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় জাতীয় যুব দিবস-২০০৮ উদযাপন করছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি দেশের যুবসমাজকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

যুবসমাজ দেশের প্রাণশক্তি এবং জাতির আশা আকাঙ্খার প্রতীক। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে যুবসমাজের গৌরবোজ্জ্বল অবদান অনস্বীকার্য। স্বাধীকার আন্দোলন থেকে শুরু করে জাতি গঠনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের যুব সমাজ সর্বদাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। আমি আশা করি, অতীত ঐতিহ্য সমুন্নত রেখে অফুরন্ত প্রাণশক্তি ও সৃজনশীলতা নিয়ে দেশের যুবসমাজ দেশগঠনে আরো দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখবে। জাতীয় উন্নয়নে যুবসমাজকে অধিকতর সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাই।

আমি জাতীয় যুবদিবস-২০০৮ এর সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ

প্রধান উপদেষ্টার স্পেশাল এ্যাসিসট্যান্ট
দায়িত্বপ্রাপ্ত :
শিল্প মন্ত্রণালয়
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর যুবসমাজ একটি দেশের মূল চালিকাশক্তি। তাদের ঘিরেই আবর্তিত হয় একটি দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিমন্ডল। এদের মধ্যে রয়েছে দৃঢ় মনোবল, সততা ও কর্মোদ্দীপনা। নবতর সৃজনী এবং অদম্য শক্তির আধার দীপ্তমান যুবসমাজ জাতির সর্বোত্তম সম্পদ। অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জনে দেশের যুবশক্তিকে মানবসম্পদে পরিণত করে উন্নয়নের ধারায় তাদেরকে সম্পৃক্ত করার পথ প্রদর্শন করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

যুবসমাজের মেধা ও শ্রমের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে তাদের উদ্যম, উদ্যোগ ও কর্মধারাকে উন্নততর পথে পরিচালিত করে বর্তমান শতাব্দীতে আমরা সমৃদ্ধির নতুন দিগন্ত উম্মোচন করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। এ লক্ষ্যে তাদেরকে বহুমুখী দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ এবং আর্থিক সহায়তা দিয়ে উপার্জনমুখী ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অংশীদার করার লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে যুগোপযোগী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। যুবদের জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে এবারে জাতীয় যুবদিবসের মূলবাণী নির্ধারিত হয়েছে "যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ যুব বেকারত্ব নিরসন"।

এ কারণেই জাতীয় যুবদিবস ২০০৮ উপলক্ষে আমি যুব সমাজের প্রত্যেক সদস্যকে শুভেচ্ছা জানাই ও তাদের সার্বিক উন্নতি কামনা করি।

মাহ্বুব জামিল

এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে যুব সমাজ

প্রতিটি দেশের যুবসমাজ সে দেশের উন্নয়ন এর প্রাণ প্রবাহ। তাই যুবসমাজের সুস্থতা, দক্ষতা ও প্রত্যয় তাদের জীবনকে গতিশীল ও গঠনমূলক করার পূর্বশর্ত। আজ বিশ্ব ব্যাপী এইচআইভি/ এইডস এর সংক্রমণে যুবসমাজের হার অর্ধেকেরও বেশী। বাংলাদেশে যদিও এইচআইভি সংক্রমনের হার ১ শতাংশের নীচে কিন্তু একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মাঝে (ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহণকারী) এই হার ৭ শতাংশ (ঢাকা)। যার একটি বড় অংশ যুবসমাজ। বাংলাদেশ সরকার যুবসমাজকে এইচআইভি সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য বিবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

বাংলাদেশের যুবসমাজের মধ্যে এইচআইভি প্রতিরোধের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে গ্লোবাল ফান্ড এর অর্থায়নে সারাদেশে পরিচালিত এইচআইভি প্রতিরোধ কর্মসূচী অন্যতম। সরকারী প্রতিষ্ঠানসহ ৬২টি এনজিও (দেশীয় ও আন্তর্জাতিক), বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/ প্রাইভেট সেক্টর এবং গবেষণা সংস্থাসমূহের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সেভ দি চিলড্রেন-ইউএসএ ব্যবস্থাপনা সংস্থা হিসাবে কাজ করছে।

এ কর্মসূচির আওতায় গণমাধ্যমে এইচআইভি/ এইডস বিষয়ে যুবসমাজ এর জন্য সচেতনতা সৃষ্টির তথ্য প্রচারণা, যুববান্ধব স্বাস্থ্যসেবা, জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা, স্কুল পর্যায়ে মাদক নিরোধ শিক্ষা, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে এইচআইভি/ এইডস বিষয়ক অধ্যায় অর্ন্তভূক্ত করা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদেরও ধারণা প্রদান করা হচ্ছে। কর্মসূচির অনুকূল পরিবেশ তৈরীর জন্য এ্যাডভোকেসির মাধ্যমে এইডআইভি/ এইডস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য নীতিনির্ধারক, জাতীয় প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপক, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের সাথে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রধান চার ধর্ম যথা- মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সম্মিলিত অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে। এ প্রচারাভিযানে সারাদেশের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে এইচআইভি/ এইডস বিষয়ক তথ্য সম্বলিত পুস্তিকা বিতরণ করা হচ্ছে। গার্মেন্টস কর্মীদের মধ্যে এইচআইভি'র প্রাথমিক প্রতিরোধ, ঝুঁকি হ্রাস, ও সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ঝুঁকিপূর্ণ যুবসমাজ ও উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী যেমন ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশাগ্রহণকারী, যৌনকর্মী এবং এইচআইভি/ এইডস আক্রান্ত মানুষের জন্য সেবা ও সহায়তা প্রদান কার্যক্রম, তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ ও গবেষণা সম্প্রসারিত করে এই প্রকল্পের নীতি নির্ধারণ, কর্মকৌশল প্রণয়ন ও প্রমাণভিত্তিক কর্মসূচি জোরদার এবং এর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করছে। এইচআইভি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের ফলে মানুষের মধ্যে এইচআইভি/ এইডস বিষয়ক সচেতনতা, ঝুঁকি অনুধাবনের মাত্রা, সঠিক ধারণা ও জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে। এইডস বিষয়ে অপবাদ ও বৈষম্য কমেছে এবং মানুষের আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এছাড়া ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে কনডম ব্যবহারের হার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সিফিলিস রোগ সংক্রমণের হার কমেছে। বিগত বছরগুলোতে এইচআইভি সংক্রমণের হার ন্যূনতম মাত্রায় ধরে রাখার সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে এই কর্মসূচির সক্রিয় অবদান রয়েছে। জাতিসংঘের জেনারেল এ্যাসেম্বলি ফর স্পেশাল সেশন (UNGASS) -এর লক্ষ্য অর্থাৎ এইচআইভি/ এইডস বিষয়ক জ্ঞান, দক্ষতা ও সেবাসুবিধা যুবসমাজের হাতের নাগালে পৌছে দেয়া এবং এইচআইভি/ এইডস, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ সংক্রান্ত জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-৬ (Millenium Development Goal- MDG-6: Combat HIV/AIDS, Malaria and other diseases) অর্জনে এ সকল কর্মকান্ড সফল অবদান রাখবে।

বাংলাদেশ সরকার যুবসমাজের মধ্যে এইচআইভি/ এইডস প্রতিরোধে বদ্ধপরিকর। সরকারের একাগ্রতা, দূরদর্শিতা ও সঠিক দিক নির্দেশনার ফলে সরকারী প্রতিষ্ঠানসহ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও, গবেষণা, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ, স্থানীয় উন্নয়ন সংঘ এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/ প্রাইভেট সেক্টরের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং সাধারণ মানুষের সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে বাংলাদেশে এইচআইভি/ এইডস কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সৌজন্যে ঃ জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় — Save the Children

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম

ফখরুল ইসলাম
মহাপরিচালক

যুবসমাজ যে কোন দেশের মূল্যবান সম্পদ। জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতি যুবসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল। কারণ তাদের মেধা, সৃজনশীলতা, সাহস ও প্রতিভাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠে একটি জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও যুবসমাজ জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার, নীতি নির্ধারক ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী। জনসংখ্যার সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিশীল ও উৎপাদনমুখী অংশ হচ্ছে যুবগোষ্ঠি। সুতরাং অসংগঠিত, কর্মপ্রত্যাশী এই যুবগোষ্ঠিকে সুসংগঠিত, সুশৃংখল এবং উৎপাদনমুখী শক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জাতীয় যুবনীতি অনুসারে বাংলাদেশের ১৮-৩৫ বছর বয়সী জনগোষ্ঠিকে যুব হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এ বয়স সীমার জনসংখ্যা দেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ; যা আনুমানিক সাড়ে ৪ কোটি। শ্রমশক্তির যোগান ও সংখ্যার বিবেচনায়ও আমাদের দেশের উন্নয়নের জন্য যুবসমাজের সম্পৃক্ততা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দেশের মোট শ্রমশক্তির সিংহভাগ যোগান যুবসমাজের মধ্য থেকেই আসে। সুতরাং দেশের জনসংখ্যার সম্ভাবনাময়, আত্মপ্রত্যয়ী, সৃজনশীল ও উৎপাদনক্ষম এ অংশকে জাতীয় উন্নয়নের মূলধারায় অবদান রাখার নিমিত্ত তাদের মাঝে গঠনমূলক মানসিকতা ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে সুশৃংখল কর্মীবাহিনী হিসেবে দেশের আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত করার অনুকূল ক্ষেত্র তৈরীর উদ্দেশ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর শুরু থেকেই বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে যার সুফল ইতোমধ্যে জাতীয় কর্মকান্ডে প্রতিফলিত হচ্ছে।

কর্মপ্রত্যাশী অনুৎপাদনশীল যুবসমাজকে সুসংগঠিত, সুশৃংখল এবং উৎপাদনমুখী শক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৮ সালে যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করে যা পরবর্তীতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় হিসেবে পুনঃনামকরণ করা হয়। মাঠ পর্যায়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ১৯৮১ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মপরিধি ঃ

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যবন্টন (রুলস অব বিজনেসের ১নং তফসিল) অনুযায়ী যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপর নিম্নবর্ণিত কার্যাদি অর্পিত হয়েছে ঃ

- যুবদের কল্যাণ, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য বিষয়ক সকল কার্যাদি।
- উন্নয়নমূলক কাজে যুবদের স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা।
- যুবদের কল্যাণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে সংযোগ রাখা।
- নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য অর্থ মঞ্জুরী।
- যুব পুরস্কার প্রদান।
- যুবদেরকে দায়িত্বশীল ,আত্মবিশ্বাসী এবং অন্যান্য মানবিক গুণাবলী অর্জনে উৎসাহ প্রদানের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ।
- যুব উন্নয়ন কার্যক্রমের উপর গবেষণা ও জরীপ।
- বেকার যুবদের জন্য কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভিশন ঃ

- অনুৎপাদনশীল যুবসমাজকে সুসংগঠিত, সুশৃংখল এবং উৎপাদনমুখী শক্তিতে রূপান্তর করা।
- দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে যুবদের কর্মসংস্থান কিংবা স্ব-কর্মসংস্থানে নিয়োজিত করা ।
- জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে বেকার যুবদের সম্পৃক্ত করা।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্দেশ্যাবলী ঃ

ক) উদ্বুদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্রঋণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তার মাধ্যমে যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করাসহ দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরে সম্পৃক্ত করা।

খ) বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনের মাধ্যমে গোষ্ঠি উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য যুবদের বিভিন্ন গ্রুপে সংগঠিত করা।

সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

মহাপরিচালক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। তাঁকে সহায়তা করেন ০৫ (পাঁচ) জন পরিচালক, বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ ও অন্যান্য কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ। এ অধিদপ্তরের আওতায় দেশের ৬৪টি জেলা ও ৪৭৫টি উপজেলা এবং ১০টি মেট্রোপলিটন ইউনিট থানা কার্যালয় রয়েছে। এছাড়া প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সারা দেশে ১১১ টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে মোট ৬১৮০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম ঃ

যুবসমাজকে সুশৃংখল ও সুসংগঠিত করে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণ এবং সঠিক দিক- নির্দেশনা, জ্ঞান ও দক্ষতা প্রদানের মাধ্যমে মানব সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে নিম্নবর্ণিত কর্মসূচি চালু রয়েছে ঃ

১) বেকার যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি;

১.ক) মান উন্নীত চলমান প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ ঃ

১. গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী, মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স
২. মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ কোর্স (স্বাদু পানি)
৩. পোশাক তৈরী প্রশিক্ষণ কোর্স
৪. কম্পিউটার বেসিক প্রশিক্ষণ কোর্স
৫. কম্পিউটার গ্রাফিক্স ও ভিডিও সম্পাদনা প্রশিক্ষণ কোর্স
৬. ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং প্রশিক্ষণ কোর্স
৭. রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার-কন্ডিশনিং প্রশিক্ষণ কোর্স
৮. ইলেকট্রনিক্স প্রশিক্ষণ কোর্স
৯. ব্লক, বাটিক ও স্ক্রীন প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ কোর্স

১.খ) চলমান নতুন প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ ঃ

১. মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ কোর্স (কোষ্টাল এরিয়া)
২. হাউজকিপিং এন্ড লন্ড্রি অপারেশনস প্রশিক্ষণ কোর্স
৩. ফুড এন্ড বেভারেজ সার্ভিস প্রশিক্ষণ কোর্স
৪. প্যাটার্ণ মেকিং প্রশিক্ষণ কোর্স
৫. মডার্ণ অফিস ম্যানেজমেন্ট এন্ড কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশন প্রশিক্ষণ কোর্স
৬. মুরগী পালন এবং বার্ড-ফ্লু প্রতিরোধ ও জীব নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স
৭. বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিভিন্ন ফুল ও সবজি চাষ, সংগ্রহ,সংরক্ষণ ও বিপণন ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স
৮. মাশরুম উৎপাদন কলাকৌশল, প্রক্রিয়াজাতকরণ,প্যাকেজিং, সংরক্ষণ ও বিপণন প্রশিক্ষণ কোর্স
৯. হেয়ার ড্রেসিং প্রশিক্ষণ কোর্স
১০. সোয়েটার নিটিং মেশিন অপারেটিং প্রশিক্ষণ কোর্স
১১. লিংকিং মেশিন অপারেটিং প্রশিক্ষণ কোর্স
১২. সিউইং মেশিন অপারেটিং প্রশিক্ষণ কোর্স
১৩. কমিউনিকেটিভ ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ প্রশিক্ষণ কোর্স
১৪. কোরীয় ভাষা শিক্ষা প্রশিক্ষণ কোর্স
১৫. সহজ আরবী ভাষা শিক্ষা প্রশিক্ষণ কোর্স

১.গ) নতুন প্রস্তাবিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ ঃ

১. অটোকেড প্রশিক্ষণ কোর্স
২. দুগ্ধজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ প্রশিক্ষণ কোর্স
৩. মাংস প্রক্রিয়াকরণ প্রশিক্ষণ কোর্স
৪. ওভেন সিউইং মেশিন অপারেটিং প্রশিক্ষণ কোর্স
৫. সেলসম্যানশীপ প্রশিক্ষণ কোর্স
৬. হাউজকিপিং সর্ট প্রশিক্ষণ কোর্স
৭. প্লামবিং প্রশিক্ষণ কোর্স
৮. পাইপ ফিটার প্রশিক্ষণ কোর্স
৯. রড বাইন্ডার প্রশিক্ষণ কোর্স
১০. সাটারিং প্রশিক্ষণ কোর্স
১১. টাইলস ফিক্সার প্রশিক্ষণ কোর্স।

২) প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি;

৩) যুব ঋণ কর্মসূচি;

যুব ঋণ কর্মসূচি দুই ধরনের যথা ঃ

ক) গ্রুপভিত্তিক ঋণ কর্মসূচি ঃ

এ কর্মসূচীর আওতায় বেকার যুবদের পারিবারিক গ্রুপে সংগঠিত করে ঋণ প্রদান করা হয়। প্রতি গ্রুপের সদস্য সংখ্যা ০৫ জন। গ্রুপের প্রত্যেক সদস্যকে প্রাথমিক পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৭,০০০/- টাকা করে ঋণ প্রদান করা হয় এবং পর্যায়ক্রমে ১১,০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়।

খ) একক ঋণ কর্মসূচি ঃ

এ কর্মসূচীর আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক কোর্সে প্রশিক্ষিত যুবদের একক ঋণ প্রদান করা হয়। প্রত্যেক সদস্যকে সর্বনিম্ন ১০,০০০/- টাকা হতে সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- টাকা করে ঋণ প্রদান করা হয়।

৪) বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতাবৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি ;

এ কর্মসূচির আওতায় বেকার যুবদের এইচআইভি/ এইডস/ এসটিডি প্রতিরোধ, প্রজননস্বাস্থ্য, মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার, সামাজিক রীতি-নীতি, মূল্যবোধ, জেন্ডার ও উন্নয়ন, সুশাসন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ সংরক্ষণ, সিভিক এডুকেশন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পরিবার কল্যাণ ইত্যাদি বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়।

৫) সরকারী ও বেসরকারী পার্টনারশীপ কর্মসূচি;

এ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ উদ্যোগে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।

চলমান প্রকল্পের কার্যক্রম ঃ

০১। অবশিষ্ট ৪১টি জেলায় ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং, ৫৫টি জেলায় ইলেকট্রনিক্স, ৫৫টি জেলায় এয়ার কন্ডিশনিং এন্ড রেফ্রিজারেশন প্রশিক্ষণ কোর্স সম্প্রসারণ প্রকল্প ঃ

দেশের শিক্ষিত বেকার যুবদের কারিগরী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করা এবং স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের আওতায় (ক) অবশিষ্ট ৪১টি জেলায় ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং ট্রেড (খ) ৫৫টি জেলায় রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং ট্রেড এবং (গ) ইলেকট্রনিক্স ট্রেডে বেকার যুবদের হাতে কলমে বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

০২। ইয়ুথ এমপাওয়ারমেন্ট থ্রো লাইফ স্কীল্স এডুকেশন এন্ড লাইভলিহুড অপরচুনিটিস ঃ

কিশোর-কিশোরীদের মাঝে প্রজননস্বাস্থ্য, প্রজনন অধিকার, এইচআইভি/এইডস ও জেন্ডার বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি এবং জীবন দক্ষতা ও জীবিকার উপায় বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে "ইয়ুথ এমপাওয়ারমেন্ট থ্রো লাইফ স্কীলস এডুকেশন এন্ড লাইভলিহুড অপরচুনিটিস" প্রকল্পটি ইউএনএফপিএ-এর আর্থিক সহায়তায় সিলেট ও কক্সবাজার জেলার ১৮টি উপজেলায় ৫০টি যুব ক্লাবের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

০৩। ইনোভেটিভ ম্যানেজমেন্ট অব রিসোর্সেস ফর পোভারটি এলিভিয়েশন থ্রো কম্প্রিহেন্সিভ টেকনোলজি (ইমপ্যাক্ট) প্রকল্প ঃ

বেকার যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গবাদিপশু ও মুরগীর খামার স্থাপন ও সম্প্রসারণ, খামারের বর্জ্য যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিকল্প জ্বালানী হিসেবে বায়ো গ্যাস ও বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের দ্বারা আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। প্রকল্পের কার্যক্রম দেশের ১০টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

নতুন প্রকল্প ঃ

০১। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনের মধ্যে কর্মসূচি ভিত্তিক নেটওয়ার্কিং জোরদারকরণ প্রকল্প ঃ

ক্লাবভিত্তিক যুব কর্মসূচি সারা দেশে সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনের মধ্যে কর্মসূচি ভিত্তিক নেটওয়ার্কিং জোরদার করা এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বেকার যুবদের কর্মসংস্থান বা আত্মকর্মসংস্থানের জন্য যুব সংগঠনের সহায়তায় স্থানীয় চাহিদাভিত্তিক জীবন দক্ষতা ও দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ১০০০টি যুব সংগঠনের মাধ্যমে দেশের সকল জেলা ও ৪৭৫টি উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

০২। কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার (সিওয়াইপিটেক) অন হুইলস ফর ডিসএনফ্রেনসাইজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ ঃ

এ প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র বেকার যুবরা ইন্টারনেটসহ কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবে।

রাজস্ব কর্মসূচি ঃ

০১। পরিবারভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচি ঃ

গ্রামীণ ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠির দারিদ্র্য হ্রাস করা এ কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য। দেশের ৮২টি উপজেলায় রাজস্ব খাতের আওতায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় বেকার যুবদের পারিবরিক গ্রুপে সংগঠিত করে ঋণ প্রদান করা হয়।

০২। কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র ঃ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাগত মান উন্নয়ন এবং দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকার অদূরে সাভারে ১৯৯২ সালে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এ কেন্দ্রের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাগত মান উন্নয়ন ছাড়াও উপকারভোগীদের দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার নিমিত্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

০৩। সমাপ্ত যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পের কর্মসূচি ঃ

যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণোত্তর আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণ ও ঋণ সহায়তাদান এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬৪টি জেলা ও ৪৭৫ টি উপজেলায় (১০টি মেট্রোপলিটন ইউনিট থানাসহ) কার্যক্রম রয়েছে। এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০০৩ এ সমাপ্ত হয়েছে। এটি একটি সফল প্রকল্প। সমাপ্ত এ প্রকল্পের কর্মসূচি রাজস্বখাতে বাস্তবায়ন হচ্ছে।

০৪। সমাপ্ত বেকার যুবদের কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রকল্পের কর্মসূচি ঃ

দেশের শিক্ষিত বেকার যুবদের কারিগরী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা এবং স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের আওতায় (ক) কম্পিউটার ট্রেডে ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্কিংসহ কম্পিউটার বেসিক কোর্স এবং কম্পিউটার গ্রাফিক্স কোর্স (খ) ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং ট্রেড (গ) রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার-কন্ডিশনিং ট্রেড এবং (ঘ) ইলেকট্রনিক্স ট্রেডে বেকার যুবদের হাতে কলমে বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বর্তমানে প্রকল্পের কার্যক্রমসহ জনবল রাজস্বখাতে স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন আছে।

০৫। সমাপ্ত যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের কর্মসূচি ঃ

বেকার যুবক ও যুবমহিলাদের গবাদিপশু পালন, হাঁস-মুরগী পালন ও মৎস্যচাষ বিষয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কিত তিন মাস মেয়াদী আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদেরকে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করাই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা মোট ৫৩ টি। ৫৩ টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে ২১টি ইতোমধ্যে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হয়েছে। "ছাব্বিশটি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২৬টি জেলায় ২৬টি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০০৬ এ এবং ১৮টি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (১ম পর্যায়-০৮টি কেন্দ্র) শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০০৭ এ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্প দু'টির কার্যক্রমসহ জনবল রাজস্বখাতে স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন আছে।

০৬। সমাপ্ত জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের কর্মসূচি ঃ

এটি মূলতঃ একটি মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র। মানবীয় গুণাবলী উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে যুবদের উৎপাদনশীল মানব সম্পদে রূপান্তরের লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি প্রণীত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় যুবদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনা, নেতৃত্ব বিকাশ, উদ্বুদ্ধকরণ, যোগাযোগ, সুনাগরিক, বিভিন্ন সমস্যার সমাধান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং জাতীয় সামাজিক সেবা বিষয়ে আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ কেন্দ্রের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সেমিনার, কর্মশালা, যুব সমাবেশ এবং যুব সম্পর্কে তথ্য বিনিময়, তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচেছ। বাংলাদেশে এটি যুবদের জন্য প্রথম জাতীয় পর্যায়ে মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র। বর্তমানে প্রকল্পের কার্যক্রমসহ জনবল রাজস্বখাতে স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন আছে।

০৭। সমাপ্ত বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের কর্মসূচি ঃ

সমাপ্ত এ প্রকল্পের আওতায় বগুড়ায় একটি আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের কার্যক্রম স্থায়ী প্রকৃতির। তাই প্রকল্প সমাপ্তির পর কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এ কেন্দ্রে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাগত মান উন্নয়ন এবং দক্ষতা বৃদ্ধিসহ যুবসমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক গুণাবলীর উন্নয়ন সাধন, যুব কার্যক্রমের উপর বিভিন্ন গবেষণা ও মূল্যায়ন এবং যুবদেরকে সম্পদে রূপান্তরের প্রয়াসে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম, যুব সমাবেশ, প্রকাশনা ইত্যাদির ব্যবস্থা রয়েছে।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৭ কার্তিক ১৪১৫
১ নভেম্বর ২০০৮

প্রধান উপদেষ্টা

বাণী

জাতীয় যুবদিবস-২০০৮ উপলক্ষে আমি দেশের যুবসমাজকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। যুবসমাজ আমাদের মূল্যবান সম্পদ, দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার।

আমরা একবিংশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। আমার বিশ্বাস, যুবসমাজ তাদের মেধা, অফুরন্ত জীবনীশক্তি এবং সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

যুবসমাজ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদেরকে দেশ গঠনমূলক ও কল্যাণমূখী কাজে নিয়োজিত করুক - এটাই আমাদের সকলের প্রত্যাশা।

আমি জাতীয় যুবদিবস ২০০৮ এর সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

ফখরুদ্দীন আহমদ

সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ পহেলা নভেম্বর, ২০০৮ জাতীয় যুবদিবস। জাতির সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ আত্ম প্রত্যয়ী, সৃজনশীল, উৎপাদনক্ষম শক্তি এবং জাতীয় আকাঙ্খার সজীব অভিব্যক্তি যুব সমাজকে একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপযোগী দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরের লক্ষ্য সামনে রেখে এবারের যুবদিবসের মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে "যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ, যুব বেকারত্ব নিরসন" যা বাস্তবসম্মত ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বিশ্বায়নের এ যুগে দেশে দেশে মানব সমাজের জীবনবোধ ও চাহিদার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। এ পরিবর্তনের সাথে সংগতি রেখে দেশের বেকার যুবসমাজকে উপযুক্ত জ্ঞান ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালিত প্রশিক্ষণ কারিকুলামকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা হয়েছে এবং বিশ্বায়নের চাহিদার প্রেক্ষিতে নতুন নতুন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে এ দেশের লক্ষ লক্ষ যুবক ও যুবমহিলা দেশে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে এবং দারিদ্র্য বিমোচনসহ দেশের অর্থনীতির বুনিয়াদ শক্তিশালী করার ক্ষেত্রেও বিরাট অবদান রাখছে।

জাতীয় যুবদিবস ২০০৮ উদযাপন উপলক্ষে দেশের বিপুল সম্ভাবনার উৎস যুবসমাজকে আমি জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। দেশ গঠনে যুবসমাজ আরো বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখুক আজকের দিনে এ হোক আমাদের সকলের প্রত্যাশা।

(ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা তালুকদার)